বিল্ডিং ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লাইভলিহুডস ইন ভালনারেবল ল্যান্ডস্কেপস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা
উপজেলা কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ বুলেটিন (০৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৬)

আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন উপজেলা: মানিকছড়ি **জেলা: খাগড়াছড়ি**
তারিখ: ০৫-০২-২০২৬ **বুলেটিন নম্বর: ১২০**

গত ৩ দিনের আবহাওয়ার পরিস্থিতি: ০২.০২.২০২৬ থেকে ০৪.০২.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত

পুর্বাভাসের সময়কাল	০২-০২-২০২৬	০৩-০২-২০২৬	০৪-০২-২০২৬
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০	০	০
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৮	২৯	২৭
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১০	১২	১২
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৫৩	৫০	৫৬
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১৪	১৫	১৫
বাতাসের দিক	উত্তর - পশ্চিম	উত্তর - পশ্চিম	উত্তর - পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ৪ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস: ০৫.০২.২০২৬ থেকে ০৮.০২.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত

পুর্বাভাসের সময়কাল	০৫-০২-২০২৬	০৬-০২-২০২৬	০৭-০২-২০২৬	০৮-০২-২০২৬
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০	০	০	০
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৯	২৮	২৮	২৯
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১১	১১	১১	১২
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৪৬	৪১	৪২	৪৭
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১৬	১৬	১৬	১৭
বাতাসের দিক	উত্তর - পশ্চিম	উত্তর - পশ্চিম	উত্তর - পশ্চিম	উত্তর - পশ্চিম

Source: https://usf.bmd.gov.bd/

সময়কাল: ০৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ – ০৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৬

ফসল ভিত্তিক কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক পরামর্শ:

কাজু বাদাম:

- বর্তমানে কোন পরিচর্য্যা করতে হবে না। ফুল আসার জন্য অপেক্ষা করতে হবে এবং কাজু বাদাম গাছ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- আগাছা পরিষ্কার করে এবং বাগান পরিষ্কার রাখুন।

আম:

- আমের মুকুল আসার পূর্বেই প্রয়োজনে একটি স্প্রে করতে হবে। মুকুল আসার আগেই ঘন কুয়ামাচ্ছন্ন আবহাওয়া বিরাজ করলে মুকুল বের হওয়ার ১৫-২০ দিন পূর্বে সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের কীটনাশক ০১ মিলি এবং সালফার গঠিত ছত্রাকনাশক ০২ গ্রাম পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন। এই স্প্রে করলে হপার পোকা এবং সুটি মোল্ড ছত্রাকের আক্রমন কমে।
- আমের মুকুলে ফুল ফোটার পূর্বে গাছে যখন মুকুল ৪-৬ ইঞ্চি হয়, তখন ০১ লিটার পানিতে ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক তরল ০.৫ মিলি এবং ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক ০২ গ্রাম মিশিয়ে সমস্ত গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করুন।

  **** সূত্র: কৃষি তথ্য সার্ভিস রাজশাহী**

সাধারণ সতর্কতা

- সকালের কুয়াশা ও আর্দ্রতার কারণে রোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে, তাই নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করুন।
- আবহাওয়া পরিবর্তন অনুযায়ী সেচ ও সার ব্যবস্থাপনা সামঞ্জস্য করুন।
- স্থানীয় কৃষি অফিস থেকে সর্বশেষ আবহাওয়া তথ্য সংগ্রহ করুন।